ইত্তেফাক

তারিখ ২৮/১২/৮১
পৃষ্ঠা

৭৭

শিক্ষানীতি বাস্তবমুখী করার উপর গুরুত্ব আরোপ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন, ৮১ উপলক্ষে গতকাল (রবিবার) শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সুধীবৃন্দ বলেন, বর্তমান শিক্ষানীতি এখনও বৈষম্যমূলক ও ভ্রান্ত এবং শিক্ষানীতিকে বাস্তব ভিত্তিক করা দরকার। সুধীবৃন্দ বলেন নিরক্ষরতা দূরীকরণ একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নহে। এজন্যে প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে আগাইয়া আসিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি সম্পর্কিত সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

'বাংলাদেশে গণশিক্ষা কর্মসূচী ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লব' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির উপদেষ্টা ও ইত্তেফাকের বার্তা ও কার্য নির্বাহী সম্পাদক জনাব মুহম্মদ আসফ-উদ-দৌলা রেজা। আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষাসচিব কাজী ফজলুর রহমান; অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব এ, কে, এম হেদায়েতুল হক, এডভোকেট কাজী গোলাম মাহবুব, গণশিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আবদুর রাজ্জাক, শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউটের পরিচালক একেএম ওবায়দুল্লাহ, সমাজকল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব খালেদউদ্দিন, সমিতির মহাসচিব অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান গনি ও সমিতির অগ্রগতির রিপোর্ট পাঠ করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ মমিনুল হক।

শিক্ষা সচিব কাজী ফজলুর রহমান বলেন, কেবল সরকারী উদ্যোগে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব নহে। এ জন্য সকল স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে আগাইয়া আসিতে হইবে। এই লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে গ্রাম সরকারকে গণশিক্ষা কর্মসূচীর সহিত আরও বেশী করিয়া জড়িত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। বর্তমান বৈষম্যমূলক সমাজ পরিবর্তনের জন্য আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য সাক্ষরতা সমিতির কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া জনাব মুহম্মদ আসফউদ-দৌলা রেজা বলেন, সরকারী শিক্ষানীতি এখনও ভ্রান্ত। ৭ তলার পাশে গাছ তলায় এখনও স্কুল বাস। তিনি বলেন, ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে অন্ধকারে রাখিয়া প্রগতির চাকা সামনে ঘুরানো যায় না—এ উপলব্ধিতে সাক্ষরতা সমিতির উদ্যোগ ও শ্রম অবদান রচনা করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

122